বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড
(জাতীয় পর্যটন সংস্থা)
লেভেল-৩, বিল্ডিং-২, বি এস এল অফিস কমপ্লেক্স
(হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল), ১ মিন্টো রোড, ঢাকা-১০০০

বিষয়: **পর্যটন শিল্পের সংকট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার কার্যবিবরণী**

সভাপতি : জাবেদ আহমেদ
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড
স্থান : বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সম্মেলন কক্ষ
তারিখ ও সময় : ২২ মার্চ ২০২০, সকাল ১০.০০ টা

সভায় উপস্থিত সদস্যদের তালিকা: পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে সভায় স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন।

২. সভাপতির অনুমতিক্রমে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এর উপ-পরিচালক ইসরাত জাহান কেয়া সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন। তিনি সভাকে জানান যে, সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বে সবচেয়ে আলোচিত বিষয়ের নাম KOVID 19 যা করোনা ভাইরাস নামে বেশি পরিচিত। চীনের উহান প্রদেশ হতে করোনা ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়ে এটি বর্তমানে বিশ্বের দেড় শতাধিক দেশে সংক্রমিত হয়েছে। বিবিসির সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুসারে ২ লক্ষের অধিক মানুষ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত এবং মৃতের সংখ্যা ৮ হাজার ছাড়িয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইতোমধ্যেই একে মহামারী হিসেবে ঘোষণা করেছে। করোনা ভাইরাসের প্রভাবে বিশ্বের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার পাশাপাশি অর্থনীতির প্রতিটি সেক্টরই প্রভাবিত হচ্ছে। তন্মধ্যে পর্যটন সেক্টর মারাত্বকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। সংক্রমিত দেশসমূহের বিমান, রেল, সড়ক যোগাযোগ ইতোমধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এছাড়া জন সমাগম হতে এ ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে বিধায় সকলে জনসমাগম এড়িয়ে চলছে। যার দরুন পর্যটকদের চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে বিভিন্ন ট্যুর প্যাকেজ, বিমানের ফ্লাইট, হোটেল বুকিং ইতোমধ্যেই বাতিল হয়েছে। হোটেলে গেস্টের সংখ্যা একেবারে নাই বলা যায়। এ অবস্থায় বিশ্বের সার্বিক পর্যটন শিল্প ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। বিশ্বায়নের এ যুগে বাংলাদেশ করোনা ভাইরাসের এ বৃত্তের বাইরে নেই। বাংলাদেশে সরকারি হিসাবমতে ইতোমধ্যেই ১৭ জন সংক্রমিত হয়েছে ও ১ জনের মৃত্যু হয়েছে। করোনা ভাইরাসের ফলে বাংলাদেশের পর্যটন খাত মারাত্বক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এর প্রভাবে বাংলাদেশের বেসরকারি ট্যুর অপারেটর, ট্রাভেল এজেন্ট, বিমান সংস্থা, হোটেলিয়ারসহ সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারগণ মারাত্বকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। বাংলাদেশে অক্টোবর থেকে মার্চ কে পর্যটনের জন্য সবচেয়ে উপযোগী সময় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। করোনা ভাইরাস বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ার দরুন বেসরকারি ট্যুর অপারটরগণের পূর্বনির্ধারিত অসংখ্য গ্রুফ ট্যুর বাতিল হয়েছে, হোটেলের বুকিং এবং বিমানের ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। বেসরকরি হিসাবমতে করোনা ভাইরাসের কারনে ইতোমধ্যে বাংলাদেশের পর্যটন খাত প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। এ অবস্থার দীর্ঘস্থায়ীত্ব বাংলাদেশের পর্যটন খাতকে হুমকির সম্মুখিন করবে। করোনা ভাইরাসের ফলে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পে সংকট সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের সংকট মোকাবেলার জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশের ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে আহবায়ক করে ১৪ সদস্যের একটি 'পর্যটন শিল্পের সংকট ব্যবস্থাপনা কমিটি' গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটিতে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট বিভাগ, পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম এন্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট, ট্যুরিস্ট পুলিশ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরসহ পর্যটন সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারবৃন্দ রয়েছেন। গঠিত কমিটি এখন করোনা ভাইরাসের ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ পূর্বক বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঝুঁকি মোকাবেলায় সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়নে কাজ করবে। পাশাপাশি কমিটির সদস্যবৃন্দ নিবিড়ভাবে এ ভাইরাসের প্রভাব পর্যবেক্ষণ সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে অবহিতকরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। ইতোমধ্যেই পর্যটন শিল্পের এ ক্ষতি পুষিয়ে নিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এ খাতে প্রনোদনাসহ বিভিন্ন প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ যেমন নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ, মালয়েশিয়া, ভারত পর্যটন শিল্পের এ ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে Tax Cut off সহ বিভিন্ন প্রনোদনা ঘোষণা করেছে। আজকের সভায় বাংলাদেশের পর্যটন খাতের বর্তমান সংকট পর্যালোচনা করে, এ সংকট মোকাবিলায় করণীয়, সংস্থাসমূহ কর্তৃক গৃহিত পদক্ষেপ, সরকারি বেসরকারি সংস্থার সমন্বয় সাধন এবং এ খাতের ক্ষতি কাটিয়ে উঠার কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করা হবে।

৩. সভাপতি উপস্থিত সকলকে উপস্থাপিত বিষয়ে নিজ নিজ মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন।

৪. বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল হোটেল এসোসিয়েশন এর পরিচালক জনাব আসিফ আহমেদ বলেন, করোনা ভাইরাসের কারণে সংগঠনের আওতাভুক্ত ৩-৫ তারকা হোটলেসহ সকল হোটেলে অতিথির উপস্থিতি হ্রাস পেয়ে শুন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। এছাড়ায় হোটেলের Banquet and Bar বন্ধ হয়ে গেছে। এ পরিস্থিতিতে হোটেলসমূহের ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন পরিশোধ এবং সর্বোপরি হোটেল পরিচালনা করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। পর্যটন শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ এ অংশীজনকে টিকিয়ে রাখতে তিনি সুনির্দিষ্ট তিনটি প্রস্তাবনা পেশ করেন। প্রথমত সরকারের পক্ষ থেকে সরাসরি আর্থিক প্রণোদনা ঘোষণা করা, যার মাধ্যমে হোটেলের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতনসহ অন্যান্য ব্যয় মেটানো যাবে। দ্বিতীয়ত হোটেল যাবতীয় ইউটিলিটি বিল আগামী ০৬ মাসের জন্য সম্পূর্ন মওকুফ করা। তৃতীয়ত হোটেলের কর্মকর্তা কর্মচারীদের উপর আরোপিত Salary Tax আগামী ০১ বছরের জন্য মওকুফ করা।

৫. ট্যুর অপারেটর এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এর প্রেসিডেন্ট জনাব মো: রাফিউজ্জামান বলেন, করোনা ভাইরাসের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির কারণে বাংলাদেশের ট্যুর অপারেটরগণ মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। কারণ অক্টোবর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত বাংলাদেশের পর্যটনের Peak Season হিসেবে বিবেচনা করা হয়। করোনা ভাইরাস ঠিক এসময়ে ছড়িয়ে পড়ায় পর্যটকগণ সকল বুকিং বাতিল করেছে। ফলে ট্যুর অপারেটরদের এয়ারলাইন্স, হোটেলসহ অন্যান্য সকল বুকিং এর টাকা রিফান্ড করতে হয়েছে। এছাড়া সাম্প্রতিক পরিস্থিতে ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। তিনি এ পরিস্থিতে সরকারের পক্ষ থেকে তাদের উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা হতে একটি নির্দিষ্ট আর্থিক প্রনোদনা দেয়া, AIT, VAT এবং অফিস ভাড়া হ্রাসের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার আহবান জানান। এছাড়াও তিনি বিনা সুদে/সহজ শর্তে এবং অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে ব্যাংক ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি জানান, ট্যুর অপারেটর এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (টোয়াব) কর্তৃক আয়োজিত "Bangladesh Travel and Tourism Fair (BTTF) স্থগিত করা হয়েছে। তিনি টোয়াব কর্তৃক আয়োজিত পর্যটন মেলায় ভেন্যু খরচ সরকারিভাবে বহন করার দাবি জানান।

৬. এসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্ট অব বাংলাদেশ (আটাব) এর পক্ষ থেকে জানানো হয়, বাংলাদেশে ৩৫০০ নিবন্ধিত ট্রাভেল এজেন্ট রয়েছে। করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির কারনে বিশ্বব্যাপী এয়ারলাইন্সসমূহ তাদের ফ্লাইট পরিচালনা বন্ধ করে দিয়েছে। এর ভয়ংকর বিরুপ প্রভাব পড়েছে এয়ারলাইন্স টিকেটিং ব্যবসা ও পর্যটনের উপর। ট্রাভেল এজেন্সিগুলো টিকেটিং কার্যক্রম IATA এর মাধ্যমে করে থাকে। IATA এর BSP (Billing and Settelment Plan) পেমেন্টের সময় নিকটবর্তী। কিন্তু এ পরস্থিতিতে এজেন্সীসমুহের BSP Payment পরিশোধ করা অসম্ভব। ফলে এজেন্সীগুলো IATA Defaulter হয়ে যাবে এবং তাদের ব্যবসা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবে যা লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থানের হ্রাস ঘটাবে। এ সংকটময় পরিস্থিতিতে আটাব এর পক্ষ থেকে চারটি প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রথমত যেসকল এজেন্সি ব্যাংক ঋন গ্রহণ করেছে তাদের ঋনের কিস্তি সাময়িক সময়ের জন্য বন্ধ করতে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা প্রদান, দ্বিতীয়ত সুদমুক্তভাবে cc ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা, তৃতীয়ত ট্রাভেল এজেন্সীসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মসংস্থান চলমান রাখার প্রয়াসে আর্থিক প্রণোদনা অথবা কল্যাণধর্মী বিশেষ স্কিম প্রদান, চতুর্থত এয়ার টিকেটর উপর Advance Income Tax (AIT) এবং ক্ষেত্র বিশেষ এজেন্সিসমূহের আয়কর মওকুফ করা।

৭. সভায় ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক জনাব সিরাজুম মুনিরা বলেন, করোনা ভাইরাসের কারণে ইতোমধ্যেই On Arrival Visa এবং ভিসা বর্ধিতকরণ সুবিধা বিদেশীদের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এছাড়াও পর্যটন শিল্পের সাথে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর সরাসরি জড়িত বিধায় পর্যটন শিল্পের যেকোন সংকটময় মুহূর্তে ইমিগেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর পর্যটন শিল্পের পাশে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

৮. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক জনাব মো: শাহাবুদ্দিন করোনা ভাইরাস থেকে উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের Response Plan এবং Action Plan প্রস্তুতের কাজ শেষ পর্যায়ের রয়েছে। এসব পরিকল্পনায় টিআর, ইজিপিপি, ভিজিএফ এর মাধ্যমে সমাজের প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষকে সহায়তা প্রদান করা হবে।

৯. বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এর উপ-পরিচালক জনাব মোহাম্মদ সাইফুল হাসান বলেন, পর্যটন শিল্পের সাথে সরাসরি জড়িত স্ট্রিট ফুড ভেন্ডর, ট্যুর গাইড, হোমস্টে পরিবার, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প মালিক তথা সমাজের প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের সুরক্ষায় একটি Growth Fund গঠন করা যেতে পারে। তিনি ট্যুর অপারেটরদের তাদের গেস্টদের সাথে এ পরিস্থিতিতে সচেতনতামুলক মেসেজ প্রেরণের মাধ্যমে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করার ব্যাপারে TOAB এর প্রেসিডেন্ট এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এছাড়াও তিনি দুর্যোগ

ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের প্রতিনিধিকে প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য আহবান করেন। এ বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি বলেন, বাজেটের একটি সীমাবদ্ধতা থাকা সত্বেও প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের জন্য করোনা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে মর্মে সভাকে আশ্বস্ত করেন।

১০. সভার সভাপতি ও বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, করোনা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতে বিভিন্ন খাতে যে আর্থিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে এবং হবে তা দক্ষতার সাথে মোকাবেলা করার জন্য নেপাল, ভুটান, মালয়েশিয়ার মতো আমাদের দেশেও উচ্চ পর্যায়ের একটি Special Task Force গঠন করা যেতে পারে। Special Task Force করোনা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট যেকোন অর্থনৈতিক সংকট পরিস্থিতি মোকাবিলায় কাজ করতে পারে। এছাড়াও বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উত্তোরণের পর বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পকে গতিশীল করতে ভিসা ফি কমানো এবং অন লাইন ভিসা প্রাপ্তির বিষয়ে ইমিগেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এখন থেকে কাজ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে তিনি ইমিগেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রতিনিধির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

১১. বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এর উপ-পরিচালক জনাব মোতাকাব্বীর আহমেদ বলেন, করোনা ভাইরাসের কারণে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে আমাদের সরকারের পাশে থেকে একসাথে কাজ করতে হবে। পর্যটন শিল্পের অংশীজনের সমন্বয়ে এ পরিস্থিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ যেমন মানুষকে সচেতন করা, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও মাস্ক বিতরণ কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যেম আমরা সরকারের পাশে দাঁড়াতে পারি।

১২. বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এর পরিচালক জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের বলেন, কোন কারণে যদি সভা করা সম্ভব না হয় তাহলে আমরা যাতে পর্যটন শিল্পের সংকট ব্যবস্থাপনা কমিটি'র সদস্যগণের সাথে অনলাইনে সম্পৃক্ত হতে পারি সে জন্য উপস্থিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি WhatsApp/Messenger Group গঠন করতে পারি।

১৩. সভায় এভিয়েশন এন্ড ট্যুরিজম জার্নালিস্ট ফোরাম অব বাংলাদেশ এর সভাপতি জনাব নাদিরা কিরণ বলেন, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক এ মুহূর্তে বাংলাদেশের করোনা পরিস্থিতির পজিটিভ খবর আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। তিনি বলেন করোনা ভাইরাস এর বিষয়ে সচেতনতামুলক একটি টিভিসি নির্মাণের মাধ্যমে সোসাল মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এছাড়াও তিনি বলেন, পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে এখন পর্যটকদের ভ্রমণ করা থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে ট্যুরিস্ট পুলিশ কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। এ বিষয়ে বিটিবি বাংলাদেশ ট্যুরিস্ট পুলিশের সাথে যোগাযোগ করে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারে।

১৪. সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়:

১) পর্যটন শিল্প সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের জন্য Stimulas Package ঘোষণার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা;
২) কমিটি'র সদস্যগণের সাথে অনলাইনে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য একটি WhatsApp/Messenger Group গঠন করা;
৩) করোনা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট আর্থিক সংকট মোকাবেলার জন্য উচ্চ পর্যায়ের একটি Special Task Force গঠনের প্রস্তাব করা;
৪) পর্যটন শিল্পের সাথে যুক্ত যে সকল ব্যক্তির করোনা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট বর্তমান পরিস্থিতিতে জীবিকা নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়েছে তাদের তালিকা ট্যুর অপারেটর এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এর প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডে প্রেরণ করবেন এবং এই তালিকা বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করে তাদেরকে আপদকালীন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিভুক্ত করার জন্য অনুরোধ জানানো;
৫) কমিটির নিয়মিত বৈঠক আয়োজন করা;
৬) সংকট ব্যবস্থাপনা কমিটিতে PATA Bangladesh Chapter একজন প্রতিনিধিকে অন্তর্ভূক্ত করা;
৭) বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক করোনা ভাইরাস এর বিষয়ে সচেতনতামূলক একটি টিভিসি নির্মাণ করে সোসাল মিডিয়াতে প্রচারের ব্যবস্থা করা।

১৫. আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৫.৩.২০২০

(জাবেদ আহমেদ)
অতিরিক্ত সচিব
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড
ও
আহবায়ক, পর্যটন শিল্পের সংকট ব্যবস্থাপনা কমিটি